দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

একটি মহান উদ্যোগে অবাঞ্ছিত অন্তরায়

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।= চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা ও কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনীহার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক স্থানীয়। তারা নিজ বাড়ি থেকে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অধিকাংশ শিক্ষক গ্রাম্য ও জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এছাড়া তারা চাষাবাদসহ অন্যান্য সামগ্রিক কর্মকাণ্ডেও সময় দিয়ে থাকেন। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকায় গ্রাম্য মাতব্বর ও প্রধান হিসাবে পরিচিত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। এইসব প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি জেলা শহর থেকে রাজধানী পর্যন্ত। ফলে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা এইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ বদলি করলে তা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে কার্যকরী হয় না।

উত্তরাঞ্চলের বিপুলসংখ্যক সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রায় ২০০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। নাচোলসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলের ১২১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন ও ২৩১টিতে দুইজন করে শিক্ষক রয়েছে।

এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর কাছে বিনামূল্যের বই পৌঁছেনি। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীন নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করেছে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকরা। আবার কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের অপ্রতুলতা। অন্যদিকে ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দ গম ফেব্রুয়ারী মাসেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছেনি।

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় মা সমাবেশ থেকে শুরু করে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেই বললেই চলে। ফলে গত বছর স্কুলে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা ১৬টি জেলায় ছিল ১৪ লাখ ২০ হাজার ৯১৮ জন। এই সংখ্যা বেড়ে এবার ১৫ লাখ ৫০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীন স্কুলের আওতাধীন গ্রামের বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের স্কুলে আনার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই শিক্ষকদের। এই বছর উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে গত বছরের চেয়েও ভর্তির হার কমে গেছে। ১৬টি জেলায় ৯ লাখ ২১ হাজার ৩৫৪টি শিশু ভর্তি হবার পর আর স্কুলে যায়নি। কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধানে গত বছর শিক্ষকরা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি স্কুলে ভর্তি হয়নি এমন শিশুর সংখ্যা এ বছর ৬ লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার স্কুল উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় শতকরা ৮০% ভাগ প্রাথমিক স্কুলকে পাকা করা হয়েছে। বাকি ২০ ভাগ এ বছরের শেষ নাগাদ পাকা হয়ে যাবে।